HELLO I AM

....ending child marriage হিয়া

বাংলাদেশে প্রতি দু'জনে একজন কিশোরী বাল্য বিয়ের শিকার। বাল্য বিয়ে তথা শৈশবে বিয়ে বাংলাদেশী কিশোরী ও নারীদের জন্য মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন, যা'র কুফল পরবর্তীতে সারা জীবন তাদেরকে বয়ে বেড়াতে হয়। বিয়ের পরপরই নব বালিকা-বধুর কাছে পরিবার সামাজিকতার দোহাই দিয়ে একটা সন্তান প্রত্যাশা করে, যা' অল্প বয়সে মেয়েদেরকে বিপদজনক গর্ভধারণের দিকে ঠেলে দেয়। এ অবস্থা তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এ ছাড়া খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেলে একটা মেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, যা' তাকে তার শিক্ষা ও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে। এ সবই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব আনে এবং এই নারীদেরকে দারিদ্রতার দুষ্টচক্রে বেঁধে ফেলে।

হ্যালো, আই এম (হিয়া)

হ্যালো, আই এম, সংক্ষেপে 'হিয়া', বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে একটি উদ্দ্যোগ বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির নামে বাল্য বিয়ের যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তা' বন্ধ করার লক্ষ্যে বহুমুখী ধারায় সমাজকে সম্পৃক্ত করে বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার একটি প্রয়াস। হিয়া ধারাবাহিক মিডিয়া ও মুখোমুখি প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণ তরুণীদের ক্ষমতায়নের কাজ করবে যা' তাদেরকে সমাজে বাল্য বিয়ে রোধে সক্রিয় হতে সহায়তা করবে। একই সাথে বাবা-মা ও সমাজ নেতাগণ তাদের ছেলেমেয়েদেরকে অল্প বয়সে যাতে বিয়ে না দেন বরং তা' প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন এবং কিশোরীদের তাদের স্বপ্ন পুরণে সহায়তা দেন সে ব্যাপারে হিয়া উৎসাহমূলক কার্যক্রম নিচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, হিয়ার এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে হাজার হাজার নারী তাদের শিক্ষা, শরীর, বিয়ে ও মাতৃত্ব বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এছাড়া বাল্য বিবাহ ও অকাল গর্ভধারন কমবে এবং আরো বেশী কিশোরী তাদের বিদ্যালয়ে থাকবে এবং তাদের লেখাপড়া শেষ করবে।

সমন্বিত কৌশলসমূহ

হিয়া প্রকল্পটি বহুমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করে কাজ করছে।

- বিনোদনের মধ্যমে শিক্ষা (Edutainment): বাবা-মা এবং তরুণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার লক্ষ্যে, সেই সাথে বিকল্প আচরণ, বিশ্বাস, অথবা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং কিশেরীদের সহায়তা ও উপদেশ দেয়ার জন্যে জাতীয় পর্যয়ে টেলিভিশন ও রেডিও কার্যক্রম প্রচার করা ;
- তরুণ-তরুণীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ (MYP): যে সমস্ত কার্যক্রম নেয়া হবে তা' যেন অধিকার ভিত্তিক ও অংশগ্রহণ মূলক হয়, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিত করতে যুব-বান্ধব সেবা, যুবদের নেতৃত্বে ও সহায়তায় পরামর্শ ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে এডভোকেসী ও প্রচারণা: সামাজিক মানদন্ড পরিবর্তনে ও সচেতনতা বাড়াতে, স্থানীয়, ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করা এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

হিয়া কর্মসূচি বাল্য বিয়ে রোধে পজিটিভ (ধনাত্বক) আচরণ ও সমাজ- ভিত্তিক সমস্যার সমাধানের প্রতি নিবিষ্ট থাকবে যা 'পজিটিভ ডেভিয়্যান্স এপ্রোচ' অবলম্বনে পরিচালিত হচ্ছে।

রুপকল্প ও ফলাফল

হিয়া এমন একটি সহায়ক সামাজিক পরিবেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে কিশোরীরা তাদের যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে জানবে এবং তা স্বাধীন ভাবে উপভোগ করবে। এর পাশাপাশি বাল্য বিয়ে থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারবে। এর ফলে আঠারোর আগে মেয়েদের বিয়ে তেমন হবে না, অল্প বয়সে গর্ভধারণও বিলম্বিত হবে এবং মেয়েরা পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্কুলেই থাকবে, ঝরে পড়বে না।

লক্ষ্যদল ও সুবিধাভোগী

হিয়া প্রকল্প তরুণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের সামাজিক পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে বাবা-মা, ধর্মীয়, বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ নেতৃবৃন্দও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কর্মএলাকা

হ্যালো, আই এম প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬টি উপজেলায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরমধ্যে ৪টি গ্রামীণ ও ২টি শহরতলী উপজেলা অন্তর্ভূক্ত আছে। এ প্রকল্পের ৩টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রত্যেকে দু'টি করে উপজেলায় কাজ করছে যা' নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- পিএসটিসি ঃ গাজীপুর সদর ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (৯টি ওয়ার্ড)
- ডিএসকে ঃ দুর্গাপুর ও মধ্যনগর
- আরএইচস্টেপ ঃ সাভার ও ময়মনসিংহ সদর

হিয়া ও ইউবিআর

হ্যালো, আই এম (হিয়া) প্রকল্পটি রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দুতাবাসের সহায়তায় পরিচালিত 'ইউনাইট ফর বডি রাইটস' প্রকল্প ২য় পর্ব (ইউবিআর ২), যা' ২০১৬-২০১৯ মেয়াদের জন্য পরিচালিত হচ্ছে, তার সাথে একযোগে কাজ করবে। ইউবিআর ২ মানসম্মত সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা এবং যুব-বান্ধব যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান বাড়ানো, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কমানো এবং বিভিন্ন জেন্ডারের ও জেন্ডার বৈচিত্র্যের ব্যাপারটির গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। ইউবিআর ২ প্রকল্পটি ৬টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা ১২টি উপজেলায় কাজ করছে ৫টি কারিগরি সংস্থাকে সাথে নিয়ে, এরমধ্যে পিএসটিসি ও রুটগার্সও রয়েছে।

ইউবিআর প্রকল্পে প্রথম পর্বে যে সমস্ত তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেছিলো তারা কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মানদন্ড চিহ্নিত করেছিলো যা' বাংলাদেশে তরুণ-জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সেবার অন্তরায় বলে তারা মনে করে। হিয়া, ইউবিআর২-এর পরিপুরক ও সম্পুরক হিসেবে কাজ করবে, যাতে করে ক্ষতিকর সামাজিক মানদন্ডগুলো ভেঙ্গে ফেলা যায় এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য একটা সহায়ক পরিবেশ তৈরী হয়। সেই সাথে বাল্য বিয়ে বন্ধ সহ ভবিষ্যতে তরুণ-তরুণীদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাদের মতামতের গুরুত্ব বাড়ে।

হিয়া অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশে হিয়া কর্মসূচিটির সমন্বয়কের ভূমিকায় পিএসটিসি। পিএসটিসি এ কাজটি বাস্তবায়ন করছে ডিএসকে ও আরএইচস্টেপের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৬টি উপজেলায়। বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন, বাংলাদেশ ধারাবাহিক মিডিয়া ও মুখোমুখি প্রোগ্রাম রচনা ও প্রচারের জন্য কাজ করছে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে। রুটগার্স সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও গবেষণার জন্য কারিগরি সহায়তা দেবে। পুরো প্রকল্প কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে আইকিয়া ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায়।

পিএসটিসি

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) একটি অলাভজনক, বেসরকারী সংস্থা, যা' বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে (যেমন: জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; যুব ও কৈশোর উন্নয়ন; জেন্ডার ও সুশাসন; জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন এবং দক্ষতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশের জনগণের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

আরএইচস্টেপ

রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ সার্ভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম (আরএইচস্টেপ) বাংলাদেশের নারী, পুরুষ ও কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে নিবেদিত ভাবে। আর এটি করছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে, এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করে।

ডিএসকে

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) একটি বেসরকারী সংস্থা যা' কাজ করে বাংলাদেশী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রতা কমানোর জন্য। ডিএসকে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম যেমন, হতদরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, ক্ষুদ্রঋণ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন

বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (বিবিসি) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন চ্যারিটি। এ সংগঠন গণমাধ্যম ও যোগাযেগের শক্তি ব্যবহার করে দারিদ্রতা কমাতে ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে জানাতে কাজ করে চলেছে। বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন স্থানীয় গণমাধ্যম ও উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ৩৫টি উন্নয়নশীল ও পরিবর্তনশীল দেশে কাজ করছে।

রুটগার্স

রুটগার্স নেদারল্যান্ডস্ ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা' যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে দক্ষ ও বিশেষায়িত। রুটগার্স তার অংশীদার সংস্থা সমূহকে সহায়তা দেয় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার - এর অবস্থার উন্নয়নে এবং বিভিন্ন দেশে যৌন অধিকার ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে।

সহযোগিতায় - IKEA Foundation

যোগাযোগ ঃ hello-i-am@PSTC-bgd.org
বিস্তারিত তথ্য পেতে ঃ https://www.rutgers.international/programme/hello-i-am